"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পাঠশালায় এলে তোমাদের প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়, এক একটি জ্ঞান রত্ন লক্ষ লক্ষ মূল্যের, যা বাবা প্রদান করেন"

*প্রশ্নঃ - বাবা যে নেশাটি চড়িয়ে দেন, সেই নেশার প্রভাব হালকা হয়ে যায় কেন ? সদা নেশা চড়ে থাকার যুক্তি কি?

*উত্তরঃ - নেশা তখন হাল্কা হয় যখন বাইরে গিয়ে আত্মীয় কুটুম্বদের মুখ দর্শন করো। নষ্টমোহ হওনি। সদা নেশায় থাকার জন্য বাবার সাথে আন্তরিক বার্তালাপ (রুহরিহান) করতে শেখো। বাবা, আমরা তোমার ছিলাম, তুমি স্বর্গে পাঠিয়েছিলে, আমরা ২১ জন্মের সুখ ভোগ করে তারপরে দুঃখী হয়েছি। এখন আমরা আবার সুখের উত্তরাধিকার নিতে এসেছি। নষ্টমোহ হও, তাহলে নেশা চড়ে থাকবে।

*গীতঃ- মরণ তোমার গলিতে, জীবন তোমার গলিতে...

ওম্ শান্তি । এই কথা গুলি কার শুনলে ? গোপ গোপীকাদের। কার উদ্দেশ্যে বলছে? পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার উদ্দেশ্যে। নাম তো নিশ্চয়ই চাই তাইনা। বলে - বাবা, তোমার গলার হার হতে আমরা জীবিত থেকেই তোমার আপন হই। তোমাকেই স্মরণ করলে আমরা আপনার গলার মালা হবো। রুদ্র মালা তো বিখ্যাত । বাবা বুঝিয়েছেন সব আত্মারা হল রুদ্রের মালা। এ হলো আত্মিক বৃক্ষ । আর ওটা হল জিনিয়লজিক্যাল মানুষের বৃক্ষ, এ হলো আত্মাদের বৃক্ষ । বৃক্ষে সেকশনও আছে। দেবী-দেবতাদের সেকশন, ইসলামীদের সেকশন, বৌদ্ধদের সেকশন। এইসব কথা অন্য কেউ বোঝাতে পারে না। গীতার ভগবান-ই বলেন। তিনি হলেন জন্ম-মরণরহিত। তাঁকে অজন্মা বলা যাবে না। কেবল জন্ম-মরণেই আসেন না, তা নয়, তাঁর কোনো স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহও নেই। মন্দিরেও শিব লিঙ্গেরই পূজা হয়, তাঁকেই পরমাত্মা বলা হয়। দেবতাদের সামনে গিয়ে মহিমা করে। ব্রহ্মা পরমাত্মায় নমঃ কখনও বলা হয় না। শিবকেই সদা পরমাত্মা রূপে স্বীকার করে। শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হবে। ওটা হলো মূললোক (বতন), ওটা হলো সূক্ষ্মলোক আর এই হলো স্থূললোক।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখানে কেউ তোমাদেরকে এই কথা বলবে না যে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। যদি এনার মধ্যেও পরমাত্মা উপস্থিত থাকেন তাহলে এনাকেও পরমাত্মায় নমঃ বলা হবে। শরীরে থাকাকালীন পরমাত্মায় নমঃ বলা হয় না। বাস্তবে শব্দ গুলি হলো মহান আত্মা, পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা....। মহান পরমাত্মা বলা হয় না। পুণ্য পরমাত্মা বা পাপ পরমাত্মা শব্দও নেই। এইসবই তো বোঝার বিষয়, তাইনা ! শুধু তোমরা বাচ্চারাই জানো যে এই পাঠশালায় এলে প্রত্যক্ষফলদায়ী প্রাপ্তি হয়। এই পড়া করলে আমরা ভবিষ্যতে দেবী-দেবতা হব অন্য কেউ এমন বলতে পারে না। মানুষ থেকে দেবতা তোমরা হও। দেবতাদের মধ্যে সুখ্যাত হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ তাই সত্য নারায়ণের কথা বলা হয়। নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মী তো অবশ্যই থাকবেন। সত্য রামের কথা বলা হয় না। সত্য নারায়ণের কথা বলা হয়। আচ্ছা, তাতে কি হবে? নর থেকে নারায়ণ হবে । ব্যারিস্টারের দ্বারা বারিস্টারের কথা শুনে ব্যারিস্টার হবে। এখানে তোমরা আসো ভবিষ্যতের ২১ জন্মের প্রাপ্তির জন্য। ভবিষৎ ২১ জন্মের প্রাপ্তি তখন হয় যখন সঙ্গমযুগ হয়। তোমরা জানো আমরা এসেছি বাবার কাছে সত্যযুগী রাজধানীর অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে। কিন্তু প্রথমে তো এটা পাকা নিশ্চয় থাকা চাই যে শিববাবা হলেন আমাদের বাবা। তিনি এই ব্রহ্মারও বাবা। সুতরাং বি. কে. দের ঠাকুরদাদা তিনি, তাইনা ! এই বাবা (ব্রহ্মা বাবা) বলেন এই প্রপার্টি আমার নয়। দাদুর (শিববাবার) প্রপার্টি তোমরা প্রাপ্ত করো। শিববাবার কাছে জ্ঞান রত্নের ধন আছে। এক একটি রত্ন হল লক্ষ লক্ষ মূল্যের। এসব এতই মূল্যবান যে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য কারো স্বপ্নেও থাকবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদির পূজা তো যদিও করা হয় কিন্তু এই কথা কারো জানা নেই যে এঁরা এই পদ প্রাপ্ত করেন কিভাবে ? সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে তাই কিছু বুঝতে পারে না। এখন তোমরা জানো তাঁদের রাজত্ব করেছে ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে। তারপরে প্রথম সম্বৎ থেকে শুরু হয়েছে এমন কাহিনী বলা হয়। লং লং এগো (বহুদিন আগে).... এই ভারতেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। ভারতকে বহিস্ত, স্বর্গ বলা হয়। এইসব কারো বুদ্ধিতে নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো কল্পের আয়ু-ই হল ৫ হাজার বছর। এই শাস্ত্রে যা কিছু লেখা আছে সবই ড্রামায় ফিক্সড আছে। সেসব শুনে কিছুই রেজাল্ট আসবে না। কত আড়ম্বর করে। জগৎ অম্বা হলেন একজন কিন্তু তাঁর কত রকমের মূর্তি তৈরি করে। জগৎ অম্বা হলেন সরস্বতী, ব্রহ্মার কন্যা । ৮-১০ ভূজা কখনোই হয় না। বাবা বলেন এইসব হল ভক্তিমার্গের সামগ্রী। জ্ঞানে এইসব কিছুই নেই, জ্ঞানে হল সাইলেন্সে থাকা । বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এমন অনেক কন্যারা আছে

যারা কখনও দেখাও করেনি। চিঠিতে লেখে বাবা তুমি আমাদের চেনো না কিন্তু আমি তোমাকে চিনেছি। তুমি হলেন সেই পিতা, আমরা তোমার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেবো-ই। ঘরে বসে অনেকের সাক্ষাৎকার হয়। যদি সাক্ষাৎকার না হয় তাও লেখে। স্মরণে একদম লভলীন হয়ে যায়, মগ্ন হয়ে যায়। বাবা হলেন সদগতি দাতা, তাঁকে কতো ভালোবাসা উচিত। মা-বাবাকে বাচ্চারা জড়িয়ে ধরে, কারণ মা বাবা বাচ্চাদের সুখ দেন। কিন্তু আজকাল মা বাবা কোনো সুখ দেন না, উপরন্তু বিকার গ্রস্ত করে দেয়। বাবা বলেন - পাস্ট ইজ পাস্ট। এখন তোমরা শিক্ষা প্রাপ্ত করেছো - বাচ্চারা, কাম কাটারীর বিষয় ছেড়ে পবিত্র হও, কারণ এখন তোমাদের কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে। কৃষ্ণের রাজ্য হলো সত্যযুগে। মানুষ কৃষ্ণকে দ্বাপরে দেখিয়েছে। সত্যযুগের প্রিন্স দ্বাপরে এসে গীতা শোনাবেন কিভাবে। তাঁকে তো শ্রী নারায়ণ হয়ে সত্যযুগে রাজত্ব করতে হবে।

ভগবানুবাচ - এই সময় সব মানুষ মাত্রই হলো অসুরিক স্বভাব যুক্ত। তাদের দৈবী স্বভাব যুক্ত করতে গীতার ভগবান আসেন। সেই পিতার নামের পরিবর্তে সন্তানের (কৃষ্ণের) নাম লিখে দিয়েছে, সেই সন্তানকে আবার দ্বাপরে নিয়ে গেছে। এও হলো সবচেয়ে বড় ভুল। তাহলে তো যাদব আর পাণ্ডবদের বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা তো ছিলে উঁচু দৈবী কুলের, তারপরেও তোমাদের এমন অবস্থা কেন হয়েছে? এখন আবার তোমাদের দেবতায় পরিণত করি। মানুষ, মানুষকে স্বর্গের রাজা করতে পারে না। মানুষ কি স্বর্গের স্থাপনা করতে পারে নাকি ! আত্মাকে পরমাত্মা বলা কত বড় ভুল। সন্ন্যাসী তো মানুষ থেকে দেবতা করতে পারে না। এই কর্তব্য তো একমাত্র বাবার। আর্য সমাজী, আর্য সমাজী-ই তৈরি করবে। খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টান-ই তৈরি করবে। যার কাছে তোমরা যাবে তারা তেমনই তৈরি করবে। দেবতা ধর্ম হলো সত্যযুগে, তাই বাবাকে সঙ্গমে আসতে হয়। এ হলো মহাভারতের যুদ্ধ, এই যুদ্ধের দ্বারাই তোমাদের বিজয় হয়। বিনাশের পরে জয় জয়কার হবে। তোমরা তো জানো যে বিনাশ-ও হবেই। আজ কেউ পদাসীন থাকলে তাকে পদচ্যুত করতে দেরি লাগে না। তাহলে কি একেই স্বর্গ বলা হবে? এতো সম্পূর্ণ নরক। একে স্বর্গ বলা তো ভুল। মানুষ আজ কত দুঃখী। আজ কেউ জন্ম নিলে খুশী - সুখ এবং মরলে দুঃখ। এখানে তো নষ্টমোহ হতে হবে। নাহলে বাবা কখনোই সার্ভিসে যেতে বলবেন না। বাবা বলেন আমি তো নষ্টমোহ। কোনো কিছুতে মোহ কেন রাখবো। আমি তো গৃহস্থী নই।

তোমরা বাচ্চারা জানো ঠিক সময়ে এই খড়ের গাদায় (পুরানো দুনিয়ায়) আগুন লাগবে, বিনাশ হতে দেরি লাগে না। তোমরা যখন কোথাও ভাষণ দাও তখন বোঝাও যে এসে অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নাও। দৈহিক পিতা) কাছে জাগতিক / সীমিত সম্পদ প্রাপ্ত হয়। তোমরা ৬৩ বার নরকে জন্ম নিয়েছো। আমি তোমাদের ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার (বর্সা) দিতে এসেছি। এবারে রাবণের বিনাশী উত্তরাধিকার (বর্সা) ভালো নাকি রামের? যদি রাবণের উত্তরাধিকার ভালো তবে রাবণ দহন করো কেন? শিববাবাকে কখনো আগুনে পোড়ানো হয় কি? কৃষ্ণকেও পোড়ানো হয় না। এটা তো হলো রাবণ সম্প্রদায়। বিকার থেকে জন্ম হয়। এটা হলো বেশ্যালয়, বিষয় সাগর। ওটা হলো ভাইসলেস, শিবালয়, অমৃত সাগর। ক্ষীর সাগরে বিষ্ণুকে দেখানো হয় না ! এবারে ক্ষীরের সাগর সত্যি হয় নাকি। গরু দুধ দেয়। এখন দেখো বলা হয় ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী, তারপরে নিজেকে শিবোহম্ বলে দেয় কারণ নিজেরা পবিত্র থাকে, অন্যদের এমন বলে না যে - তোমার মধ্যে ঈশ্বর আছে, তোমার মধ্যে নেই। কারণ তোমরা হলে পতিত। আত্মা বলে আমি এখন পরম পিতা পরমাত্মা দ্বারা পবিত্র হচ্ছি, পরে পবিত্র হয়ে রাজত্ব করবো। তোমরা বহু বার উত্তরাধিকার নিয়েছো এবং হারিয়েছো। ড্রামার এই চক্র বুদ্ধিতে সেট আছে। বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরা সবাই হলে পার্বতী, আমি শিব। এ সব কাহিনী গল্পগাথা সব এখানকার কথা, সূক্ষ্ম লোকে তো কাহিনী ইত্যাদি হয় না। অমরকথা তোমাদের শোনানো হয় অমরপুরীর মালিক হওয়ার জন্য। ওটা হলো অমর লোক, সেখানে তো সর্বদাই সুখ থাকে, মৃত্যুলোকে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ হয়। কতো ভালো করে বোঝানো হয়। যারা কল্প পূর্বে বাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছে, তাদেরই এখন পুরুষার্থ চলছে। এই সময় যা মিশনারী চলছে, আগেও এতই চলে ছিল। যদিও বাবা বলেন তোমরা যদি মন্থর বা শিথিল সার্ভিস করো, সেক্ষেত্রে বাবা এই কথাও বলেন যে কল্প পূর্বে তোমরা যেরকম সার্ভিস করেছিলে সেরকমই করো। পুরুষার্থ তবুও করতে হবে। ছোট প্রদীপ গুলি ঝড় এলে দপদপ করবে। সকলের কান্ডারী হলেন একমাত্র বাবাই। কথায়ও আছে - নৌকা আমার পার করো.... ড্রামার এমনই ভবিতব্য আছে। সব পুরানো দুনিয়ার দিকে যাচ্ছে। এখানে আছে কম। তোমরা সংখ্যায় কতো কম। যদিও পরের দিকে সংখ্যা বাড়বে তবুও রাত-দিনের তফাৎ আছে। তারা হলো সম্পূর্ণ রাবণ সম্প্রদায়। বাবা নেশা চড়িয়ে দেন, তবু বাইরে গিয়ে পরিবারের আত্মীয় স্বজনদের মুখ দর্শন করলেই নেশা হাল্কা হয়ে যায়। এমন তো হওয়া উচিত নয়। আত্মাদের বলা হয় তোমরা বাবার সঙ্গে কথোপকথন করো - বাবা, আমরা তোমার ছিলাম, তুমি স্বর্গে পাঠিয়েছিলে। ২১ জন্ম রাজত্ব করে তারপরে ৬৩ জন্ম দুঃখ হয়। এখন আমরা তোমার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েই নেবো। বাবা, তুমি খুব ভালো। আমরা তোমাকে অর্ধকল্প ভুলে থাকি। বাবা বলেন

এ হলে অনাদি পূর্ব নির্মিত ড্রামা। আমারও এটা ডিউটি। বাচ্চারা, আমি কল্প-কল্প এসে তোমাদের মায়ার হাত থেকে রক্ষা করে ব্রাহ্মণ বানিয়ে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলি। আমি তখনই আসি যখন স্বর্গ তৈরি করার প্রয়োজন হয়। তোমরা এখন ফরিস্তা হও। পবিত্রতার সাক্ষাৎকার করানো হয় । তোমাদের নষ্টমোহও হতে হবে। বাবাকে যদি কেউ বলে - বাবা, আমরা সার্ভিসে যাবো? তখন বাবা বলবেন - যদি তোমরা নষ্টমোহ হও তবে তোমরা হলে মালিক, যেখানে ইচ্ছা যাও। বিমূঢ় কেন হও। তোমরা হলে মালিক, অন্ধদের পথ বলে দিতে হবে। নষ্টমোহ না হলেই জিজ্ঞাসা করে। নষ্টমোহ হলে থামতে পারবে না, দৌঁড়াবে। তোমাদের লক্ষ্য হলো অনেক উঁচু । বাবা সার্ভিসেবল বাচ্চাদের কাছে সমর্পিত থাকেন। প্রথম নম্বরে এই বাবা ছিলেন তাই না ! ত্যাগ তো সবাই করে কিন্তু তবুও এনার (ব্রহ্মা বাবা) নাম এক নম্বরে আছে।

বাবা বলেন দেহী-অভিমানী হও অর্থাৎ নিজেকে অশরীরী ভাবো। অসীম জগতের বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। আচ্ছা - উনি কিভাবে আসেন? লেখাও আছে - ব্রহ্মা মুখ দ্বারা রচনা করেন তো নিশ্চয়ই ব্রহ্মার মধ্যেই আসবেন। ব্রহ্মাকেই প্রজাপিতা বলা হয় তাই অসীম জগতের বাবার কাছে এসে অবিনাশী উত্তরাধিকার নাও। এই কথা বোঝানোতে লজ্জার কোনো ব্যাপার নেই। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ব্রহ্মা বাবার মত ত্যাগের বিষয়ে নম্বরে এগিয়ে যেতে হবে। রুদ্রের গলার হার হওয়ার জন্য জীবিত থেকে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে।

২) সার্ভিসেবল হওয়ার জন্য নষ্টমোহ হতে হবে। নেত্রহীনদের পথ দেখাতে হবে।

বরদানঃ- মনের খুশির দ্বারা দৈহিক রোগ ব্যাধিকে দূরীভূত করে এভার হেল্দি ভব

বলা হয়ে থাকে - মনে আনন্দ থাকলে সমস্ত জগৎ আনন্দময় হয়ে যায়, মনের অসুস্থতায় শরীরও রুগ্ন হয়ে যায়। মন ঠিক থাকলে শরীরের রোগভোগও অনুভূত হবে না। শরীর যত অসুস্থই হোক না কেন, মন সদা সুস্থ থাকবে, কারণ তোমাদের কাছে অনন্ত খুশির পথ্য রয়েছে। এই খুশির পথ্য সমস্ত রোগ ব্যাধিকে দূর করে দেয়, ভুলিয়ে দেয়। সুতরাং মন আনন্দময়, জগৎ সংসার আনন্দময়, জীবন আনন্দময়। সেইজন্য এভার হেল্দি হয়ে যাও।

স্লোগানঃ- সময়ের মহত্বকে যখন সঠিকভাবে জানবে তবেই, সকল খাজানার দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যাবে।

এই মাসের সমস্ত মুরলী (ঈশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা মুখকমলের দ্বারা নিজের ব্রহ্মা-বৎসদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীদের সম্মুখে ১৮-০১-১৯৬৯ -এর পূর্বে উচ্চারণ (শুনিয়েছিলেন) করেছিলেন। এ কেবল ব্রহ্মাকুমারী'জ অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি.কে. বিদ্যার্থীদেরকে শোনানোর জন্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;